ভালবাসায় অভিমানে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

আকাদমিআ

কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

আনন্দ বাগচী

সূচীপত্র

- নির্দেশ ৫ □ ব্যক্তিগত পটভূমি ৬ □ বয়স ৭
- সারাদিন ভুলে থাকি স্বপ্নে মনে পড়ে ৮ □ করতলের প্রাপ্য ৯
- একটি ভয়ের গল্প ১০ □ ছোলাডাঙা। পোস্টাফিস, জেলা? ১১
- আমার মনে পড়ে ১২ □ তোমার ফেরা ১৩ □ দৃষ্টি ১৪
- তুমি বোঝোনি ১৫ □ সংসারী ১৬ □ ত্যাগ ১৭ □ শিল্পী ১৮
- এক একটি কবিতা, হাঁটিতে হাঁটিতে ১৯ □ অনন্ত তরঙ্গে ধ্বনি ২০
- মাটি ২১ □ আমার কি দেরি আছে ২২ □ তোমার সৃষ্টি ২৩
- অভিমান ২৪ □ অভিমান ২৫ □ আমিই জানি না ২৬
- এখনো ২৭ □ অভিমান ২৮ □ অপরূপ দুঃখ দিয়ে ২৯
- সহন ৩০ □ এই কৃপা? ৩১ □ একটি মুহূর্তের জন্যে ৩২
- ব্যর্থতা ৩৩ □ এই পথ ৩৪ □ তোমারই মায়ায় ৩৫
- পূর্ব মুহূর্ত ৩৬ □ একান্ত ৩৭ □ বৃন্দারক ৩৮
- এখনো আছি ৩৯ □ একদিন অভিমানে ৪০ □ আবির্ভাব ৪১
- কলকাতা ১৯৬৯ ৪২ □ চিরকাল ৪৩ □ কলেজ স্ট্রিট '৬৯ ৪৪
- গ্রাম্যতা ৪৫ □ একটা মানুষ ৪৬ □ নিজের কাছে ৪৭
- পথিক ৪৮ □ আমার বিরুদ্ধে ৪৯ □ ঘুম ভেঙে গেলে ৫০
- আত্মজীবনীর ভূমিকা, ভিতরে বাহিরে ৫১ □ একবার শর্তহীন ৫২
- একটি দরজা ৫৩ □ গল্প ৫৪ □ তুমি বললে ৫৫ □ আঘাত ৫৬
- যখন হাওয়া ৫৭ □ জ্বলন্ত বিন্দুতে ৫৮ □ অবাক করো না ৫৯
- রাজ্য ভ্রমণের পরে ৬০ □ দয়া করলে ৬১ □ তুমি আছো তাই ৬২
- যে কোনো পথিককে, মান্দারবনীতে ৬৩ □ মুহূর্ত ৬৪

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ভালবাসায় অভিমানে	১৯৭৬ (প্রথম মুদ্রণ)
কবিতার কাছাকাছি একা	১৯৮১
বৃষ্টির মেঘ	১৯৮২
আরশি টাওয়ার	১৯৮৯
কোজাগর	১৯৮৪
মা	২০০৩
পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে	২০০৮
উৎফুল্ল গোধূলি	২০০৮
কয়েক টুকরো	২০১০
প্রাচীন পদাবলী	২০১০

ভালবাসায় অভিমানে

প্রথম কাব্যগ্রন্থ। একষট্টিটি কবিতার সংকলন। প্রথম সংস্করণ যুগ্মভাবে প্রকাশিত। জুলাই উনিশ শ ছিয়াত্তরে। দ্বিতীয় মুদ্রণ দু'হাজার দশে। এককভাবে।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি মূলত আধ্যাত্মিক। এই আধ্যাত্মিকতা কবির সমস্ত কাব্যের আদি প্রেরণা। এই আধ্যাত্মিকতা প্রথাগত সংস্কারলব্ধ নয়। কোনো বিশেষ ধর্মের নয়। এ এক অদ্ভুত আকুল প্রার্থনার। এক প্রপন্নার্তির। জীবনময় এবং মৃত্যুধর্মী। বিনিদ্রবেদন অপেক্ষাতুর এক হয়ে ওঠার কাহিনিহীন গল্প। ভালবাসাই এর ধ্রুবপদ। অভিমান এর সংরক্ত সংরাগ। বিশ্বাস অবিশ্বাসের পরপারে এক ধ্যান ও ধ্যানহীনতার সেতু। আলোর অধিক এক অন্ধকারের যাপনমন্ত্র। প্রথম যৌবনে লেখা, তিরিশ বছর বয়সে প্রকাশিত এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ নারীপ্রেম নির্ভর কোনো লিরিক হল না! ছন্দোহীন গদ্যের চাতুর্যে মোড়া আধুনিকতাসর্বস্ব হল না। স্বরবৃত্তে, অক্ষরবৃত্তে, কলাবৃত্তে মিলের বিন্যাসে, ধ্বনিসম্পদ সৃষ্টির কারুকৃতিতে, প্রকরণ ও আঙ্গিকের এক সম্মোহন আক্রান্ত অনন্যসাধারণ সরলতায় এবং অনাড়ম্বর ঋজুভঙ্গির সততায় কবিতাগুলি—কবির সব কবিতার চরিত্রের মতোই দেদীপ্যমান। আর এই সারল্য সততার অন্তর্গত অবচেতন মনস্তত্ত্ব আলোকিত করেছে কাব্যভুবন। চিত্র ও চিত্রকল্পের অতীত এক অনুভবসিদ্ধ দক্ষতায় দুঃখের আনন্দভাস্বর উৎকণ্ঠা অন্য এক অন্বেষণে অস্থির।

> দুঃখ তুমি সুখ তুমি বিজন বিরহ হাহাকার
> মন্ত্র তুমি অর্থ তুমি সফলতা ব্যর্থতা জীবনে
> যে জানে সে জানে, আমি কিছুই জানি না
> আমার কী পেলে ভালো না পেলে ভালো না জানিনা যে
> অনন্ত তরঙ্গে ধ্বনি অবিরল সহসা সহসা যেন বাজে।

এই প্রত্যয় উত্তীর্ণ অনুভূতির আত্মনিবেদনে কাব্যগ্রন্থটি চিরায়ত। চিরকালকে ক্ষণকালে এবং ক্ষণকালকে চিরকালে কেন্দ্রী-বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে এত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয় করে তুলতে পেরেছে কবিতাগুলি যে বিস্মিত হতে হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে পরমকে স্পর্শ করার এমন দুঃসাহসিক ঝুঁকি যে কবিতা নিতে পারে তাও বইটি প'ড়ে বোঝা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থের সমস্ত প্রথাসিদ্ধ দুর্বলতামুক্ত 'ভালবাসায় অভিমানে'।

☐ তুমি আছো তাই দিন রাত্রি ধুলো তৃণ ও নক্ষত্রলোক
আবিশ্ব সংসার

☐ তুমি এত অন্ধকারে এলে!
কী ক'রে তোমার মুখ দেখি
কী ক'রে তোমাকে চিনে রাখি
কী ক'রে তোমার কাছে যাই
কী ক'রে তোমাকে ভালবাসি
যদি না হৃদয়ে জ্বালো আলো
যদি না হৃদয়ে দাও প্রেম।

নির্দেশ

এখন প্রতিটি দিন দিনান্তের দিকে যেতে যেতে
নির্মম নির্দেশ কিছু রেখে যায় গাছের পাতায়
পথের দু'পাশে তৃণে ছায়ায় রোদ্দুরে
সন্ত্রান্ত সংসারে শ্রান্ত অবেলায় অভিরুচিহীন অন্ধকারে
প্রত্যহ কি যেন চিহ্ন চতুর্দিকে
শেলফে অসমাপ্ত বই, কঠিন আঙুলে
অক্ষরের অস্থিরতা দুঃখস্ফীত শিরার যন্ত্রণা
দূরের বন্ধুর চিঠি সংক্ষিপ্ত সংলাপ
ঘন যামিনীর যুগ্ম একাকিত্ব ঘরে, বাইরে
বসন্ত রোদনভরা থাকে।
সমস্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অহংকার অসম্ভব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেদনা
গ্রাম্যতা চাতুর্য জয় পরাজয় সফলতা ব্যর্থতা বিস্তীর্ণ হাহাকার
বুকের ভিতরে বদ্ধ অন্ধকারে অকূল আকাশে
বৃষ্টির প্রক্ষেপে ঝরে যায়
ঝাপসা হয়ে আসে ভোর
এখন প্রতিটি দিন দিনান্তের দিকে যেতে যেতে
অমোঘ নির্দেশ কিছু রেখে যায়
আমার চোখের নীচে নষ্ট মৃত নদীর ভিতরে।

ব্যক্তিগত পটভূমি

পটভূমি বদলে যায়, রুক্ষ রূঢ় নিরুদ্ভিদ নিস্তৃণ প্রান্তর
এখন দিগন্ত জুড়ে
তবু ঝাপসা দীর্ঘ ভোরবেলা
তবু সূর্য পূর্বাচলে আরক্তিম চিত্রকল্পে কাঁপে।
পটভূমি বদলে যায়, হারায় দিগন্তে নদী
নদীর ওপারে বনভূমি
আঁকাবাঁকা আলপথ শস্য শিহরিত ভীরু মাঠ
শৈশব কৈশোর অন্ধ বয়ঃসন্ধি
কণ্ঠলগ্ন করুণ গল্পের শেষটুকু
একটি অনন্ত সুর করুণ কাহিনী যেন কল্পান্তের দিকে
অন্ধকারে শুধু আমি
প্রতিদিন বৃদ্ধ হয়ে উঠি
পটভূমি বদলে যায়, গল্পের ভগ্নাংশগুলি
আরো ভেঙে যায়
কণ্টকিত ভাগ্যরেখা রবিরেখা চূর্ণ হয় খরায় রোদ্দুরে।

বয়স

দু'হাতে দুঃখের শিরা নীলাভ নিটোল অভিমানে
ফেটে পড়তে চায়, দুঃস্থ অস্থি থেকে উজ্জ্বল আঁধার
আজন্ম বিশ্বাসগুলি পথের দু'ধারে মৃত
পিতৃ পুরুষের দরজায়
প্রেম পরমার্থ প্রীতি পড়ে থাকে
ঈশ্বরের সম্ভ্রান্ত সোপানে
রক্ত পাথরের বুকে মৃদঙ্গ বাদিকা তার চিত্রার্পিত তনু
সমর্থ কিশোর দেখেছিলে
আত্মঘাতী সব দরজা
অচেনা শহর রাজধানী
শীতের রাত্রির মাঠ
অবিমৃশ্য যুবক, তোমার
ললাট লিপির মত অর্থহীন শব্দের পাথর
জমেছে ভগ্নাংশ হয়ে
কী কী দুঃখ ছুঁতে চেয়েছিলে
উদ্ধত আঙুলে, একি আত্মহননের খেলা, একি
অন্ধ করতলে জন্ম মৃত্যু সব একই লগ্নে কাঁপে!

সারাদিন ভুলে থাকি স্বপ্নে মনে পড়ে

সারাদিন ভুলে থাকি স্বপ্নে মনে পড়ে।
স্বপ্নে কে ভীষণ দুঃখী আঙুলে আমার
চোখের পল্লব তুলে নেয়
আকন্দ পাতার মত
তৎক্ষণাৎ ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গাঢ়তম শুভ্রতম।
স্বপ্নে কে সহসা এসে হাত রাখে
ক্ষতচিহ্নে
যেন প্রশ্ন চোখে
মৃত্যু কী দিয়েছে তোকে জন্ম তোকে কী কী দিতে পারে?
আমি নিরুচ্চার প্রার্থনায়
নতজানু, বলি
তুমি দয়া করো দয়া করো
আমার সর্বস্ব নাও, শোনো—
সে নির্মম হাসে অবিচল।
স্পষ্টত চিনিনা, তবু এমনি আজীবন
সারাদিন ভুলে থাকি, স্বপ্নে মনে পড়ে।

করতলের প্রাপ্য

কেউ তোমাকে দেয়নি, বৃথাই হাত পেতেছ
আকাশ নদী
পথের ধুলো একলা বকুল অশত্থতলা
পথের শহর গ্রাম্য দীঘি অরণ্য কেউ
দেয়নি করতলের ভিক্ষা!
তুমি কি ঠিক সমর্পণের যোগ্য ছিলে
তুমি কি প্রার্থনার ভঙ্গি তুমি কি প্রণতির মুদ্রা
শিখেছিলে ফুটিয়ে তুলতে
অহংকৃত অন্ধকারে
তোমার চোখে মান অভিমান
ধুয়েছিলে কি জলধারায়
তুমি কি সেই সমর্পণের ভাষা জেনেছ
তৃণের কাছে
ভেসে যাওয়ার সহজ পন্থা হাওয়ার কাছে
বুক ফাটা মাঠ হাহাকারে শেখায়নি কি চেনায়নি কি—
কেমন দুঃখ?
বৃথাই করতল পেতেছ অন্ধকারে?

একটি ভয়ের গল্প

ঘুমের ভিতরে বাড়ে নটে গাছ স্বপ্নের ভিতরে বাঁকে নদী
একটি কঠিন রেখা ফুটে ওঠে সারা গল্প ঘিরে
এবং সমস্ত ক্ষণ হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যা হয়
                    মস্ত হাঁ মুখ সেই সিংহ দরজায়
ভিতরে প্রাচীন দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষ
                    রহস্যে দুমড়ানো শাদা বাড়ি
সহসা হাওয়ায় বাজে আর্তনাদ দুলে ওঠে ঝুরিঝাপসা পথ
পা ফেলার শব্দ হয় পা ফেলার শব্দ হয়
                    স্তম্ভিত সন্ত্রস্ত সিঁড়ি
          সাবধান সাবধান ব'লে দ্রুত ঊর্ধ্বে ছুটে চলে যায়
একটি ভয়ের গল্প আজীবন ফুরোয় না শেষ হয় না আর
ঘুমের ভিতরে বাড়ে নটে গাছ স্বপ্নের ভিতরে বাঁকে নদী।

ছোলাডাঙা। পোস্টাফিস, জেলা?

আজ কত বছর পর লিখছি, কত বছর, ঠিক মনে পড়ছে না
মনে পড়ছে না তোমার মুখের প্রকৃত অবয়ব, কল্পনায়
সব রেখা ভেঙেচুরে ক'টি গভীর বলিরেখা হয়ে উঠে
যেন অসংখ্য শীত গ্রীষ্মের খোয়াই তোমার মুখে
ছোলাডাঙা—গন্ধেশ্বরী
এ তো গ্রাম আর নদী
কিন্তু পোস্টাফিস, জেলা?
তুমি জানতে না তোমার পাখনা দেওয়া মাঠ রোয়া হবে না
তুমি জানতে না তোমার যজমানদের অন্য কেউ যজাবে
তুমি জানতে না তোমার ভূমিস্যাৎ ভিটেয়
বেড়ে উঠবে অবৈধ মানকচু

আমি সেই যে বেরিয়েছি
এখনো পথে
সব আত্মঘাতী দরজা থেকে আমি ফিরে এসেছি নিষ্ফল
উদ্ধত আঙুলে ছুঁয়ে ছেনে যাবতীয় দুঃখ
ঘুমের ভিতর অসহ্য অভিমানে ছিঁড়ে পড়তে চেয়েছে রক্তস্ফীত শিরা
বাতিল কবিতার মত মমতাময় দুঃখে নিজেকে স্থির হতে বলেছি।
ছোলাডাঙা—গন্ধেশ্বরী
এ তো গ্রাম আর নদী
কিন্তু পোস্টাফিস, জেলা?

যদি বেঁচে আছ, অন্ধ বা বধির না হয়ে
যদি এ লেখা পৌঁছয় তোমার কাছে কোনদিন,
দেখো, তোমার বুকফাটা মাঠের মতই নিঃশব্দতা দিয়ে রচিত এর প্রত্যেকটি শব্দ।

আমার মনে পড়ে

আজ খাঁটি চার বৎসর পূর্ণ হলো, পূর্ণ চারটি বছর
আমি তোমার সেই দীর্ঘ ঋজু শরীরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে
মুখ তুলে তাকিয়ে দেখিনি
কতখানি রোদ্দুর কতখানি জ্যোৎস্না লেগে আছে
সহস্র শীত গ্রীষ্মের বলিরেখায়
চারটি বছর কেটে গেল দীর্ঘ চারটি বছর
ছোলাডাঙা থেকে আর একটাও আমার চিঠি এলো না
সেই চিঠি
যার ভাঙাচোরা অক্ষরে অক্ষরে তোমার অভিমান!

চৌদ্দশ ষাট দিন আমি তেমনি ঠিক তেমনি
ঘাড় নিচু মাথা হেঁট শুধু এ পথ থেকে সে পথ
হেঁটেছি অবিরল
কেউ একদিনও সেই প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের অন্ধকারে
লণ্ঠন হাতে দাঁড়ায়নি।

সাতই চৈত্রের বিশাল জ্যোৎস্না স্তূপাকার সাদা কঠিন কাঠের ওপর
কী ভীষণ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একদিন
আমার মনে পড়ে ......

তোমার ফেরা

এই যে তোমার মাটির দাওয়া শান্ত উঠোন খামার বাড়ী
বৃষ্টি নখর চিহ্ন আঁকছে প্রখর গ্রীষ্ম দমকা হাওয়া
শীতের চাবুক শিস উঠাচ্ছে বুকফাটা ইঁট দেওয়াল ভাঙায়
মানকচু ভিড় করেছে তোমার শোবার ঘরে, বসার বেদী
উইয়ের বাসা, ফণিমনসা কাঁটায় বিঁধছে তুলসী মঞ্চ
তবুও তুমি বলছ না যে কিছুই
এযকি ঔদাসীন্য?
রাত গড়াচ্ছে ট্রেনের বাঁশি গৌরীপুরের বাঁক পেরোচ্ছে
শুনতে পাচ্ছ?
লণ্ঠনে কাঁচ ঝাপসা হচ্ছে অশথতলায়
দেখতে পাচ্ছ?

এই কি ফেরার ধরণ তোমার
ফেরার বাড়ী একি তোমার
চিরটা রাত এই ভাবে কি ঘুমিয়ে থাকা নিয়ম ছিল?

দৃষ্টি

তুমি আমার সর্বনাশ দেখাচ্ছ তর্জনী তুলে তুলে
আমার বয়স উদাসীনতা স্থিরতা
ঘরময় স্বপ্নের ভাঙা টুকরো দুঃখের ছেঁড়া মানচিত্র
পারুল বকুলহীন কবিতার লাইন
রোদ্দুর বৃষ্টিতে নির্লিপ্ত পড়ে থাকা
                    পুরোনো চটি
গোলাপের ডালে পিঁপড়ের চলাফেরা
                    উঠোনময় শুকনো পাতা
উপেক্ষার ভঙ্গিতে আমার দরজা খোলা রেখে
                    বেরিয়ে পড়া
তর্জনী তুলে তুলে তুমি আমার
               সর্বনাশ দেখাচ্ছ।
কোথায় আমার সফলতা কোথায় আমার নির্মাণ
                    তোমার নজরে পড়ে না!

তুমি বোঝোনি

তুমি কি বোঝোনি
টকটকে লাল কৃষ্ণচূড়ার বিকেল
কেমন সহজে যেন ঝ'রে যাচ্ছে
সমস্ত গভীর নদী স্তব্ধ হ'তে হ'তে
কেমনে সহজে
বালির চিতায় সহমৃতা
বোঝোনি? তাহলে এই নিষ্পত্র অরণ্যে কেন শোক
যদি না দেখেছ ওই রক্তস্ফীত শিরা বেয়ে
মহান দুঃখের
প্রবেশ উত্থান
নীলিমার কোন্ প্রান্তে দেখেছিলে তবে পরমায়ু
সুদূর দিগন্তে সান্ত নেমে আসা অসীম আকাশ
সমস্ত গল্পের সীমারেখা
তুমি কি বোঝোনি,
যা বোঝে দিগন্ত লাল করে ঝ'রে যাওয়া
উঠোনের জবা।

সংসারী

কোথাও আমার যাওয়া হয় না
দাঁড়াই ঘরের আশেপাশেই
একলা মাঠে রেল লাইনে
গৌরীপুরের নিঝুম বাঁকে
নির্বাসিত সিশু তলায়।
ট্রেন চলে যায় রোদ টলে মেঘ আকাশ জুড়ে
বৃষ্টি নামে
কারো দাওয়ায় দাঁড়াই, আমার
ভয় করে, আর ভেজা হয় না
কোথাও তেমন যাওয়া হয় না।

ত্যাগ

তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ অন্ধকারে, কিছু বলোনি
ফিরে চলেছি, একলা বকুল অশথতলা নির্বাসিত
নদীর কাছে।
আমার কোন দোষ ছিল না।
ফিরে চলেছি, তুমি আমাকে
ত্যাগ করেছ, কিছু বলোনি।
অভিমানেই অস্বীকৃত?
আমার আবার মান অভিমান
দুঃখ টুঃখ চোখের এ জল
আমার আবার ঘুম না আসা দুপুর রাতের অস্থিরতা
নদীর ভাঙা পাড়ের শব্দ, শীতের হাওয়ার এই হাহাকার।
মিথ্যে মিথ্যে।
কাঙাল আমায় একটু কিছু দিলেই হতো
আঘাত বরং আঘাত করে ভীষণ কিছু করতে পারতে
আমি যে এই একলা পথের অন্ধকারে ভয়ত্রাসে
ফিরে চলেছি
তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ।

বর্গী এল দেশে

এই সময় চেনা তো মুশকিল
এই সময় হাওয়ার বেগ বেড়ে গেছে
এই সময় ঝড়।
এই ঝড়ে আম জাম তেঁতুল
একাকার হয়ে উড়ে যায়
বিশাল প্রান্তরে।
এই ঝড়ে
স্থির হয়ে দুদণ্ড একলা
দাঁড়ানো কঠিন
দিন যায় রাত্রি যায় দিন
দরজা জানালা বন্ধ ঘরে
ধূপের ধোঁয়ার মত ভীরু ভালোবাসা ও বিশ্বাস
সহসা সহসা আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়
মন্দিরের ছায়া
কেঁপে ওঠে
অন্ধ পতঙ্গের মতো লুব্ধপ্রেত ছায়ার মানুষ
সমস্ত আকাশ মুচড়ে আর্তনাদ ছড়াতে ছড়াতে
ওই অগ্নিকুণ্ডে ডুবে যায়
ফিরে আসে
অবৈধ মানকচু কাঁটালতা
ঝাঁকড়া হয় নটে
বৃদ্ধবটে ডানা ঝাপটে গল্পের ব্যাঙ্গমা
বলে, ঘুমা ঘুমা
বর্গী এলো দেশে।

দ্রোহ

আমাকে দাও আগুন আমি ছড়াবো হাতে পায়ে
জানিনা কার খেত খামার রয়েছে অগোছালো
কার ব্যথার নীল শিরার রক্ত ওই মেঘে
জলোচ্ছ্বাস বাড়ুক ব্রিজ ফাটুক যাক ভেসে
আমাকে দিলে গরল আমি ছড়াবো সব থালায়
জাগুক তবে জঙ্গলের ক্ষুব্ধ চিতা ময়াল

শ্লেটের রঙ পেশীর সাদা খড়ির দাগ ক্রোধে
ফুটুক দিন প্রতিজ্ঞার শপথ, আমি যাবো
একাই ভেঙে আতঙ্কের ধূসর নীল পাহাড়।
আমাকে দিলে আগুন, থামো, তোমাকে আগে জ্বালাই।

কবিতা

সবাই ফিরিয়ে দিল
ধর্ম সুখ সফলতা ব্যর্থতা ধিক্কার
মৃগয়ার মত তৃষ্ণা স্বপ্নের প্রতিমা
সবাই ফিরিয়ে দিল
এই ভার কেউ কি কখনও নিতে পারে
এই জন্ম এ জীবন রক্তলিপ্ত জটিলতাময় এই ভার
কেউ কি কখনও নেয়, তবু
তবু একটা নিরঞ্জন বেদনা-নিরুদ্ধপট ছবির মতন
ব্যঞ্জনাবিহীন তীর্ণ প্রান্তরের ভাসমান জ্যোৎস্নার মতন
তাপিত কপোল বেয়ে মন্থর গড়িয়ে পড়া
অশ্রুর মতন
কে যেন অপেক্ষা করে আছে
শুভ্র পিপাসার মত জেগে আছে চিররাত
আমার জন্যেই।
সবাই ফিরিয়ে দেয়
তীর্থ তীর তরুতল লোকোত্তর তরণী বিগ্রহ
সে শুধু সংশয় ছিঁড়ে দ্বিধার আকাশ মুচড়ে
প্রচ্ছন্ন প্রার্থনা হয়ে ডাকে।

কবিতার সুখ দুঃখ

তখনো তোমার কষ্ট
ভাঙা পেন দুমড়ানো কাগজ ফিকে কালি
অসমর্থ শীর্ণ হাতে ভীতু স্বপ্ন চোখের কোলের কাছে নদী
মাটির কোঠায় রাত ঝাপসা কাচ সর্বাঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া গ্রাম
অভিভূত দুঃখগুলি
তখনো তোমার কষ্ট ছিল।

এখনো তোমার কষ্ট
হেঁটে হেঁটে আসতে রাত বাইরে কোলাহল
ঘরে তীর্ণ অন্ধকার শীত শব্দগুলি জলে ভেজা
ব্যস্ত ও বিরক্ত দিন রাত্রি স্মরগরলের পদ
টাল সামলে ওঠে ত্রাণ বাজে মৌন বেদনা আকাশ
অনির্বচনীয় দুঃখে
এখনো তোমার কষ্ট হলো।

ভুলের ওপারে

ভুল হলো, জানি ভুলে ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
সমস্ত ভুলের বাইরে সমস্ত ভ্রান্তির পরপারে
নিহিত তাৎপর্য রয়ে যায়
নিগূঢ় ব্যঞ্জনা যেন ফুটে ওঠে গভীর গোপনে
নিবিড় শূন্যতা স্থির অচঞ্চল নীল হয় আকাশে আকাশে।

ভুল হলো, ভুলে মস্ত ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
এই কষ্ট অভিমান অপ্রেমের এমন অসুখ
এমন অশান্ত নীল অত্যাচার জীবনের অবিমৃশ্য দ্রোহ
বিদ্ধ হাহাকার ত্রাস সমস্ত ছাপিয়ে
জেগে উঠবে কিছু
আলোকিত উচ্চকিত নিরুপম গভীর সঙ্কেতে।

ভুল হলো, জানি ভুলে ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
একটি গল্পের শেষে অন্য একটি গল্পের আভাস
একটি বিরহ মুচড়ে দুলে ওঠে
মিলনের মৃত্যুমুখী মালা
দুর্বোধ্য ললাটলিপি পাঠোদ্ধার হতে না হতেই
দ্বিতীয় জন্মের সম্ভাবনা
যেন একটি রূপকথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
বৃদ্ধ বটের ব্যাঙ্গমা বলে যায়
তোমাকে আমাকে।

একদা মন্দিরে

রেবা, তুমি কি এমনি করে আস্তে আস্তে ছবি হয়ে যাচ্ছো
অজস্র দুঃখের রঙ আর রেখায়
ব্যথা আর বেদনার কারুকার্যে
আস্তে আস্তে স্পষ্ট আয়তন পাচ্ছে তোমার
গভীর চোখ ব্যথিত কপোল চিবুকের কাটা দাগ
বাঁ চোখের ব্যথা সহ রূপ পাচ্ছে তোমার বিগ্রহ
তুমি ধীরে ধীরে বন্দী হয়ে যাচ্ছো আমার কালিতে অক্ষরে
সেই কৈশোরের চোরকাঁটার মতো
জড়িয়ে যাচ্ছে তোমার আঁচলে শিশুরা
একটা সেলাই মেশিনের শব্দ অবিরল রক্তে রক্তে বেজে যায়
দুঃখের ফোঁড়ে ফোঁড়ে ব্যক্তিগত রিফু শিল্প
এমব্রয়ডারি
গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় তোমার গোপন অশ্রু
মাটি থেকে নক্ষত্রের বনের দিকে
ইট সিমেন্টের কংক্রীট তোমার চতুর্দিকে
গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাথা তুলেছে ঊর্ধ্বে
বাদলদা বলেছিলেন, তোমার মন্দির হবে একদা
আমার আকৈশোর ধ্যানের প্রতিমা, তুমি
একদা মন্দিরের জন্যে
শাদা পাথর হয়ে যাচ্ছো।

নির্বন্ধ

যতো ভাবছি চলে যাবো যত ভাবছি ফিরে যাবো ঘরে
ততো একটা তৃষ্ণা এসে সমুদ্রের মতো ভেঙে পড়ে
একটা মরুভূমি এসে গ্রাস করে শস্য জলকণা
যতো ভাবছি চলে যাব যতো ভাবছি এখানে আসব না
মন্দিরের ছায়া কাঁপে ধ্যানমূর্তি বুদ্ধ কাঁপে নাকি
শিল্পধ্যানে একা একা, আর কতোদিন আছে বাকি
কে জানে, দিবস যায়, রজনীও, নক্ষত্র বলয়
মাথার অসুখ হয়ে আমাকে উন্মাদ করে বলে ওঠে জয়

আমার কি দেরি আছে

আমার কি দেরি আছে, তাহলে বরং
ঘুরে টুরে আসি
কিছু কথা কিছু কাজ বিলি বন্দোবস্ত কিছু বাকি
নাকি আমি এলে
দেখব তোমাকে ছাড়া সবই ঠিকঠাক
তেমনি শালের মৌন বেদনায় নদীটির অন্ধকার বাঁক
শিমুলের শুকনো লাল পাতা
বালির চিতায়

আশ্চর্য নিরুদ্ধ পট ছবির হাসিতে ভরে যায়
আমার দেওয়াল
আমার কি দেরি আছে, কত দেরি আর
নতজানু হয়ে ব'সে পড়ার সময়
আসে না যে, প্রার্থনায় কণ্ঠ ভাঙে
ভাঙে না যে ভয়!

তোমার সৃষ্টি

অলক্ষ্যে রচনা করো আমি কিছু বুঝি না জানি না
আমি দেখি অবিরল কেবল গেরুয়া স্রোত
ভেঙে যায় দু'পাশের পাড়
ঘন অন্ধকারে ঝরে পরমায়ু অশ্বত্থের পাতা
দু'চোখে গোপন অশ্রু অভিমান নিরুদ্ধ যন্ত্রণা
স্বপ্ন প্রিয় অভিলাষ সফলতা ব্যর্থতা জীবন
আরক্তিম পূর্বাচলে বেদনার বিপুল বিস্তৃতি
অনন্ত গেরুয়া স্রোত অবিরল অন্ধকার নদী।
অলক্ষ্যে রচনা করো আমি কিছু বুঝি না জানি না
অপার আশ্চর্য এই তোমার নির্মাণ
যেন সকালে সহসা দেখা ফুল
আচম্বিত উন্মোচন অসম্ভব অন্তরাল ভেঙে
দীপ্ত জবাকুসুমসঙ্কাশ—
তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করে যে ছলনা জালে
যদি একটি বার তুমি দু'হাতে সরাতে!

অভিমান

অনেক বলেছি তুমি কানেই তোলোনি
আজ আমার ব্যর্থতায় কাতর হয়ো না
অনেক ডেকেছি তুমি দুয়ার খোলো নি
আজ আমার অশ্রু হয়ে চোখ ভিজিয়ো না

আমারো প্রতীক্ষা ছিল, বুকে ভালবাসা
সাধ্য ছিল কিনা জানো, কিছু খাঁটি সাধ
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, নিছক তামাসা
নিছক খেয়াল এই ব্যর্থতা অগাধ?
অনেক ভেবেছি তবু দুর্ভেদ্য আড়াল
রেখে দিলে, থাক, আমি ফিরে চলে যাই
আমার দুঃখের স্বর্গে, আমি তো কাঙাল
আজন্ম ভিখিরি, কিন্তু তুমিও কি তাই?

অভিমান

তোমার আনন্দ থাক আমি চলে যাই
আমার বিষাদ ভাল বিষণ্ণ বিরহ
অন্ধকার হাহাকার ব্যর্থতা ও জ্বালা
অন্বেষণ বিফলতা গ্রাম্যতা জীবনে
তোমার আনন্দ নিয়ে তুমি থাক আমি
চলে যাই অবেলায় সন্ধ্যায় আঁধারে
একলা পথে পথে দুঃখী মানুষের মত
চলে যাই, কোনদিন ফিরে তাকাব না
কোনদিন অভিযোগ জানাব না আর
আমার দুঃখের দিনে দুর্যোগের রাতে
তোমার আনন্দ নিয়ে তুমি থাক
ভুবনে তোমার।

আমিই জানি না

আমাকে আবার কিছু দিতে হবে
একথা বাতাসে আমি পেয়ে গেছি টের
একথা আকাশ জুড়ে ওঠে
পাখির প্রবাহে ভেসে যায়
আমাকে আবার কিছু দিতে হবে
এই মাত্র আদিগন্ত লাল করে ফুটে থাকা
টকটকে দোপাটি কটি ব'লে ঝ'রে গেল
আমাকে আবার কিছু দিতে হবে একথা আমার
উঠোনের ঘাসেরাও জানে
একমাত্র আমিই জানি না!

এখনো বাতাসে পাই টের
আকাশে আকাশে কানাকানি
বিকেলের ফিকে রোদ্দুরের
ঘাসের সবুজে আছ, জানি।

এখনো বুকের খুব কাছে
মনের নিরুদ্ধ দরজায়
স্পষ্ট মনে হয় কেউ আছে
সঙ্গে সঙ্গে ছায়ায় ছায়ায়।

এখনো বুকের নীল বনে
বনান্তরে আছ মনে মনে।

অভিমান

ভেবো না সহজে পাবে পার
ভেবো না এ অশ্রু বিফলতা
ভেবো না ছড়ালে অন্ধকার
লুপ্ত হয় চেনার ক্ষমতা।

কোথায় লুকোবে, কতদিন
তোমায় চাতুর্য গেছি জেনে
জমেছে তোমারো জেনে ঋণ
কেবলি আঘাত হেনে হেনে।

কাকে আহা হেনেছ আঘাত
বঞ্চনা করেছ আহা কাকে
এ দু'চোখে কার অশ্রুপাত
কার অন্ধকার বাঁকে বাঁকে!

অপরূপ দুঃখ দিয়ে

ঢের দুঃখ দিলে দুঃখ চিনেছি অনেক
আরও দুঃখ দাও
আরও অশ্রুপাতে দিনরাত্রি যাক ভিজে
ভাঙুক নদীর পাড় উড়ে যাক ঘূর্ণীঝড়ে ওই খড়ো চাল
আলোর বৃষ্টিতে গ'লে যাক
মাটির সংসার ঘরবাড়ি
সম্মুখে বিস্তৃত হোক আদিগন্ত তোমার পথের
করুণ কাহিনীহীন রেখা—
দুঃখ দাও অবিরল দুঃখ দাও অবিচ্ছিন্ন
অসম্ভব জীবনে আমার
চেনাও প্রকৃত দুঃখে
যে চেয়েছে কখনো তোমাকে
তার অপরূপ দুঃখে ভ'রে তোলো আমার ব্যর্থতা।

সহন

দিয়েছি সহস্র দুঃখ অপার যন্ত্রণা দিয়ে যাই
কী আশ্চর্য, তবু তুমি কিছুই বলো না!
কেন কিছু বলো না আমাকে
কেন এ মমতা ভেঙে শাসন করো না
নিষ্ঠুর তর্জনী তুলে কেন দেখালে না
                এইসব অপরাধ স্বেচ্ছাচার ভুল?
এমন কৌশলে তুমি শাস্তি দাও
                এমন সুন্দর শাস্তি তুমি দিতে পারো!

এই কৃপা?

আমি কি দুঃখের রূপে চেয়েছি তাহলে?
আমি তো জানি না
দুঃখ ছাড়া এরকম অনির্বাণ দুঃখ ছাড়া
তোমাকে আমার
মনে পড়ে কিনা।
এলে না সম্পদে সুখে স্বস্তিতে কখনো
ঐশ্বর্যের মাঝে
দারিদ্র মহান করে দারিদ্র সম্রাট করে নাকি!
আমাকে মহান করে সম্রাটের ভূমিকায়
এমন নিঃসঙ্গ করে
তুমি আত্মগোপন করেছ
এই কৃপা?

একটি মুহূর্তের জন্যে

যে কোনো মুহূর্তে তার ডাক আসতে পারে
এখনো আসেনি, তাই এমন নৈঃশব্দ ভয়াবহ
যে কোনো মুহূর্তে সেই দৈবাদেশ বেজে উঠতে পারে
এখনো বাজেনি, তাই এত স্তব্ধ নীল নীরবতা
যে কোনো মুহূর্তে এই মাটিটুকু পায়ের তলায়
সরে যেতে পারে
এখনো সরেনি, তাই এমন থমথমে এই নদী

একটি মুহূর্তের জন্যে মাত্র একটি মুহূর্তের জন্যে এতকাল
দম বন্ধ ক'রে এত অসহ্য আনন্দে বসে আছি!

ব্যর্থতা

নক্ষত্রলোকের ভাষা শেখালে না ব'লে
অভিযোগ নেই।
টকটকে সোপাটি কটি
আদিগন্ত আলো ক'রে
ঝ'রে গেল কি না
আমি তা জানি না।
ক্লান্ত অবসাদে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে
কেউ ফিরে গেলে
আমি একা
তোমার চোখের নীচে স্পষ্ট বহমান মৃত নদী।

এই পথ

কেবল দেখিয়ে দিলে দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে
এই পথ।
অনন্ত নৈঃশব্দ্যে যেন অনিবার্য অমোঘ তর্জনী
এই পথ।
না হয় মাটির তবু এমন সযত্নে গড়া ঘর
হোক শতচ্ছিন্ন তবু সোনার সংসার
প্রচ্ছন্ন হাসির মায়াজাল!
আবিশ্ব সংসার সুখ মায়াজাল জটিল বন্ধন
এই পথ?
কেবল দেখিয়ে দিলে
অনন্ত নৈঃশব্দ্যে যেন অমোঘ তর্জনী
ঠিকানা দিলে না।

তোমারই মায়ায়

এই যে প্রতিটিদিন দিন দিনান্তের দিকে যেতে যেতে
ফেলে যায় কালো ছায়া গাঢ় অন্ধকার
শীতের রাত্রির কান্না গ্রীষ্মের উদ্বাহু হাহাকার
বৃষ্টির নখরচিহ্ন বুকের মাটিতে
এই যে মোমের মত পুড়ে পুড়ে গ'লে যেতে যেতে
প্রতিটি প্রহর কাঁপে চঞ্চল বাতাসে
কাঁপে লুব্ধ প্রেতচ্ছায়া
লুণ্ঠিত দেয়ালে
তাহলে তাহলে?
একটি শঙ্কার কুঁড়ি অবিরল রক্তের কোরকে বৃত অন্ধকারে
জাগে অপেক্ষায়
তোমারই মায়ায়?

পূর্ব মুহূর্ত

আর একটু দেরি আছে
ঝরিয়ে দেবার এই শেষ ক'টি পাতা
তাই কিছু কথাবার্তা তাই কিছু বিষণ্ণ সংলাপ
কিছু চিত্রকল্প তাই এমন কাহিনীহীন
করুণ রেখায় আঁকা মুখ
বিস্মৃত স্মৃতির ফুল শুকনো মালা হেমন্তের গান
রাত্রির নদীর গর্ভে অন্ধকারে দিগ্বিদিকহীন
এমন দাঁড়িয়ে থাকা—
আর একটু দেরি আছে
তারপর সামান্য হাওয়ায়
ভেসে যাওয়া
সেই স্রোতে অদৃষ্ট নির্দিষ্ট নিরুচ্চার
নিবিড় নিমগ্ন নিত্য প্রবাহিত অকূল পাথার।

একান্ত

যে কথা বলেছি দুঃখে অভিমানে সংসারের ক্রোধে
সে আমার কথা নয়
                    যে কথা বুকের মধ্যে মনে সঙ্গোপনে
সযত্নে রেখেছি যদি কোনোদিন দেখা হয় ভেবে
তা আছে এখনো রুদ্ধ অত্যন্ত নিভৃতে ভীরু একা।
যা কিছু চেয়েছি দগ্ধ যন্ত্রণায় বাসনার সহস্র দাবীতে
সেও তো সহস্রবার ভুল, আমি জানি
আমার একান্ত চাওয়া
                    আজো তাই হয়নি হলো না।
যে কথা বলেছি দুঃখে অভিমানে সংসারের ক্রোধে
তুমি কি তা ধরে নেবে
                    অন্তরের মধ্যে জেগে থেকে!

বৃদ্ধদারুক

বৃদ্ধদারুকের গন্ধে বনে বনে ব্যাকুল জ্যোৎস্নায়
আমাকেও নিয়ে গেলে
হাতে তুলে দিয়ে প্রিয় ফুল
প্রণতিমুদ্রায় আহা ফুটে ওঠা পাঁজল লতায়
দেখালে অচিনে গাছ
আরক্তিম অপরাহ্ন পথে!

আমি তো চিনিনি এই শুভ্র নম্র করুণ কোমল
আত্মনিবেদিত ফুল, জানিনি তো নাম
কিছুই কি চিনি জানি
তুমি না চেনালে হাতে ধ'রে!
বৃদ্ধদারুকের গন্ধে বনে বনে ব্যাকুল জ্যোৎস্নায়
আমাকেও নিয়ে গেলে
আমি কি কখনো
প্রিয় গন্ধে ফুটে উঠব
কোনোদিন ভালবেসে তুলে নেবে বলে?

এখনো আছি

সমস্ত দিন অনেক ভয়ে ভাবনায়
কাটল, এখন দিনান্তে কি আসবে
অনেক নীল আকুল হয়ে ঝরল
ছিল না কেউ দেখিনি কিছু বাইরে
সমস্ত দিন কাটল কেবল কাটল
সমস্ত দিন মানে কি এই যৌবন
অথবা এই জীবন এই জন্ম?
কিসের ভয়ে কিসের যেন ভাবনায়
ফুরোল যেন পুরনো এক গল্প
ভিতরে ঢের ভেঙেছে টের পাইনি
তুমি তো জানো, হয়েছে কিছু নির্মাণ?

এখনো আমি রয়েছি মনে একলা
এখনো এই হাওয়াতে উৎকণ্ঠায়
পাথুরে পথে যেখানে নদী ভাঙছে
শীতের হিম নখরে মৃত প্রান্তর
হাওয়ার শিস অশ্বত্থে নিষ্পত্র
দিগ্বিভাগে ঘুমন্ত সপ্তর্ষি

এখনো আছি যেহেতু রাতও কাটছে
সমস্ত দিন যখন গেছে ভাবনায়।

একদিন অভিমানে

যা ইচ্ছা তোমার করো আমি আর কিছুই বলব না।
সযত্নলালিত স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা সহস্র টুকরো করো
দুঃখের আগুনে দগ্ধ শুভ্র অস্থিগুলি যদি প্রয়োজন হয়
প্রতিটি ভগ্নাংশ হাতে তুলে দেব
                ললাট লিপির মত অর্থহীন সব শব্দমালা
ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য পরমার্থ ভুল
কিছু লুকোব না, পাতো হাত, না না ভিক্ষে নয়
                মুগ্ধ প্রসারিত করতলে
সর্বস্ব সহজে দ্যাখো তুলে দিতে পারি কি পারি না।
এভাবে আমাকে তুমি পরাজিত করে কী কী পাবে
কিছু কি আমার, আমি বলেছি কখনো?
আমি তো তোমারই দান
                একদিন ফিরিয়ে দেব তীব্র অভিমানে।

আবির্ভাব

মানুষের দুঃখ সুখ জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে এলে
মর্তের মাটিতে
রক্তপ্রান্তরের দেশে খরাকীর্ণ দারুণ দহনে
অন্ধকার অবসন্ন বেলা।
আমরা বড় রিক্ত দীন শতচ্ছিন্ন সংসারের জটিল বন্ধনে
ঘৃণায় বিদ্বেষে স্বার্থে গ্লানিময় কুটিল ঈর্ষায়
কেমন সহজে বেঁচে আছি!
বড় বেশি অন্ধকার চরাচর আচ্ছন্ন করেছে।
তুমি এত অন্ধকারে এলে!
কী করে তোমার মুখ দেখি
কী করে তোমাকে চিনে রাখি
কী করে তোমার কাছে যাই
কী করে তোমাকে ভালোবাসি
যদি না হৃদয়ে জ্বালো আলো
যদি না হৃদয়ে দাও প্রেম।

কলকাতা ১৯৬৯

গল্প বদলের পালা, কলেজ স্ট্রিট জলে ভেসে যায়
রূপকথার নদী, জ্যোৎস্না, নায়িকার স্খলিত আঁচল
কিংবদন্তী অন্ধকার, অপরাহ্ণ ঝাপসা হয়ে গেল
পুরনো গল্পের বইয়ে প্রতীক্ষায় স্মৃতির ভিতরে।
গল্প বদলের পালা, যেন এই গল্পের আড়ালে
বিষণ্ণ সোনার খনি বুকে বইরে জ্বলে সারারাত
মৃগয়ার রাতে দুঃখভারানত শিরা ছিঁড়ে যায়
আশ্চর্য কৌতুকে মগ্ন কলেজ স্ট্রিট, নির্লজ্জ তামাশা
দীর্ঘ দু-বছর যেন একটি মাত্র বিস্মরণী দিন
আশ্চর্য জন্মের লগ্নে খ'সে গেল, ফেরানো গেল না
গল্প বদলের পালা, কে এসেছে, কেউ তো এলো না।

চিরকাল

দু'একটি আশ্চর্য দুঃখ নীলাভ নিটোল অভিমানে
দু'একটি বিস্মৃত স্মৃতি সহানুভবের অন্ধকারে
দু'একটি গল্পের রেখা নিষ্করুণ অন্ধকরতলে
কী কাতর! শব্দময় হয়ে উঠতে চায়।

ঢের দুঃখ শব্দ করে কার্পাস তুলোর মত হাওয়ায় চৌচির
ঢের স্মৃতি নক্ষত্রের খইয়ের মতন ফুটে ওঠে
ঢের গল্প বুকে-বাইরে শ্মশানযাত্রীর মত
উচ্চকিত ক'রে চ'লে যায়
কেবল দু'একটি ভুল দুঃখ স্মৃত গল্প প'ড়ে থাকে
শব্দহীন জেগে ওঠা বয়সের ঘুমের ভিতরে চিরকাল।

কলেজ স্ট্রিট '৬৯

শেষ ঘণ্টা বাজল, এবার ছুটি
দাঁড়িয়ে আছে সুদূরগামী ট্রেন
কলেজ স্ট্রিট, হায়রে সূতানুটি
শ্রীগোপাল মল্লিকের বাঁকা লেন

থমকে দাঁড়াই চমকে, কেউ ডাকে?
শূন্য লনে কাঁপছে কেবল হাওয়া
বন্ধুরা সব পথের শহর বাঁকে
পড়ে রইল অনেক দাবি দাওয়া

পড়ে রইল শহর রাজধানী
রইল কুমোটুলির ভীরু মুখ
কিংবদন্তী অনেক জানাজানি
দিনের রাতের গোপন দুঃখ সুখ

পুরনো বই সাজানো ফুটপাতে
টুকরো কাঁচ স্মৃতির রবিবার
বৃষ্টি কাঁপা ঝাপসা ভেজা রাতে
চিরকালের খণ্ডিত সংসার

থমকে দাঁড়াই চমকে, কেউ ডাকে?
কেউ না, হাওয়া, পথের শহর বাঁকে।

গ্রাম্যতা

না হয় শব্দের ঘ্রাণ সোঁদা ছিল ভাষায় গ্রাম্যতা
আমিও দেখেছি ঢের, পথের শহর রাজধানী
পাইপগানের মত অন্ধকার অসহিষ্ণু গলি
হুমড়ি খাওয়া ঘরবাড়ি দরজা জানালা
দ্রুত অপসৃয়মান বাসের হ্যাণ্ডেলে
কুমোরটুলির ভীরু মুখ

জলমগ্ন চোখে
ছায়া ছায়া
ভেসে যাচ্ছে পনেরোর মেয়ে
সমর্থ কিশোরী নারী অবিমৃষ্য যুবক-যুবতী
আত্মঘাতী উদ্ধত কিশোর
তোমার আমার লুব্ধ প্রেত।

বলেছি চিৎকার থামা, আর্তরব যখন তখন
নারীকে বাঁ হাতে চেপে কবিতার পিঠে ছুরি মেরে
'অতর্কিতে রক্তপাত'! শোন্

হেসেছে উন্মাদ সব স্বজন বান্ধব প্রণয়িনী
আমি অপ্রতিভ ম্লান মুখ
না হয় শব্দের ঘ্রাণ সোঁদা ছিল ভাষায় গ্রাম্যতা
সেই ভুল?

একটা মানুষ

একটা ভীষণ একলা মানুষ জীবনানুগ ভ্রমণ শেষে
দুঃখ ছেনে বিষাদ হেনে কেমন যেন দাঁড়িয়ে আছে।
একটু চোখের পাতা কাঁপে না যেন বহু দূরের নদী
আচম্বিতে বাঁক নিচ্ছে এমনি তাকায়, ঘরের দাওয়ায়
অন্ধকারে কি নিঃসঙ্গ পায়চারী তার, সসম্ভ্রমে
বাতাস থামে, দরজা খোলা, তবু ঢোকে না
গাছের পাতায় হলুদ যেন ফেটেই যাবে তবু ঝরে না
কি নৈঃশব্দ্য! ঝাউয়ের ছায়া অনড়, উঁচু পাঁচিল থেকে
রোদের টুকরো লাফায় না, নেই ধৈর্যচ্যুতি!
গভীর রাতেভিতেও বুড়ো হিমঝুরিটার স্তব্ধ তলে
মাঝে মাঝে আকাশ দেখে, কি জানি কোন স্বপ্ন টপ্ন
খুঁজতে খুঁজতে মানুষটা তার ঘুম সরিয়ে জেগেই থাকে
একটা ভীষণ একলা মানুষ চিরটা রাত নিজের সঙ্গে
গল্প বলে গল্প বলে বলেই চলে প্ররোচনায়।

নিজের কাছে

আবার নিজের কাছে ফিরে যাব, তাই একা চলেছি এমন
পড়ে আছে প্রিয় গন্ধে ঘিরে থাকা নক্ষত্র আকাশ
আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ
সমর্পিত নিরভিমানের
অসমাপ্ত কারুকার্য আলো ও ছায়ার
তুমি কার?
এরকম প্রতিপ্রশ্ন, প্রিয় সম্বোধন
যেন জলের ভিতরে জাগা ধ্বনি
ঘুমন্ত শব্দের মৃদু শ্বাস ও প্রশ্বাস, জ্যোৎস্না ভাঙা অন্ধকার।
আবার নিজের কাছে ফিরে যাব।
এর জন্যে কাতরতা তোমাকে মানায়?

পথিক

আমি তো পথেরই লোক
তবে কেন পথ থেকে পথের নির্দেশ
অন্নপাত্র হাতে কই, শুধু অশ্রুপাতে কিছু ধুলো
ভিজেছে কি ভিজেনি তা তাকিয়ে দেখিনি
খেয়াল খেয়াল কিংবা ঔদাসীন্য ওদাসীন্য
আমি
কিছুই দেখি না।
রাত্রির সমস্ত মুখে শান্তি লেগে আছে।
তুমি বলো
আমি কি কখনো কিছু চেয়ে কাছে আসি
তবে কেন আপ্তবাক্য
পথ থেকে পথের নির্দেশ।

আমার বিরুদ্ধে

আমি বাইরে বেরোলেই চোখ তুলে দেখে নেয় অপাঙ্গে আকাশ
ভাসমান মেঘমালা স'রে যায় গাছেদের ছায়া ও রোদ্দুর
মাটিতে প্রোথিত দীর্ঘ অনড় পাথর বৃক্ষগুলি
সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে
পুরনো পুকুর যেন থমথমে গম্ভীর হয়
শিউরে ওঠে বিকেলের বিষণ্ণ বকুল
নেমে আসতে আসতে সন্ধ্যা কালো মুখে ঘন হয়
নদীর ওপারে বনে বনে
হাওয়ায় গোপন কথা ফাঁস হয় সহসা সমস্ত পাখি
উড়ে যায় নিজস্ব নির্জনে
আমার বিরুদ্ধে বাড়ে অভিযোগ
ষড়যন্ত্র শিকড়ে শিকড়ে
অন্ধকার মাটির তলায়।

ঘুম ভেঙে গেলে

ঘুম ভেঙে গেলে নষ্ট স্বপ্নগুলি প'ড়ে থাকে
প্রিয় দুঃখগুলি
সহানুভবের তাপে তবু পাঁচটি আঙুলের
পঞ্চপ্রদীপের
শিখায় জ্বালাতে চাই
সুখের সংসার
ঘন অন্ধকারে চাবি বন্ধ করে রাখি ভালবাসা
নাকি মায়া!

ঘুম ভেঙে গেলে দীপ্ত স্মৃতিহীন প্রসন্ন বেদনা নিয়ে
নীলান্ত আকাশ নেমে আসে
মৃত্যুহীন মহিমায় মীরার ভজন
ঈশ্বরের জন্যে কবিতার পংক্তি
একাকী ধ্যানের গভীরতা

ঘুম ভেঙে গেলে অনাহত দীর্ঘ বিরহের বাঁশি
ব্যঞ্জনা বিহীন বেজে যায়।

আত্মজীবনীর ভূমিকা

বন্ধুদের কাছে আছে, দুর্ধর্ষ কবি ও ভ্রষ্ট প্রেমিক লম্পট
সুখী গেরস্থালী ছন্নছাড়া যুবা বন্ধুদের কাছে
কিছু আঁকা বাঁকা গল্প টুকরো ছবি প্রিয় প্রতিশ্রুতি
অদৃশ্য ললাটলিপি মৃত্যুমুখী মূর্ত শিল্প কিছু
স্বপ্ন অভিলাষ ভয় .... জন্মান্তর দুর্বোধ্য উত্থান
বন্ধুদের কাছে আছে আমার প্রলুব্ধ প্রেত পিশাচের পাশা।

ভিতরে বাহিরে

ভিতরে যেন একটা নদী বাঁকছে
অন্ধকার দু'পাড় তার ভাঙছে
বাহিরে দুলে উঠছে ঘন ছায়া
আকাশে কিছু আভাস যেন চমকায়

ভিতরে যেন কেঁপেছে জল গম্ভীর
দুলেছে ঢেউ জলে কি, নাকি রক্তে
অকূল কোনো পাথারে এক নৌকায়
বাহিরে জেগে রয়েছে শুধু শঙ্কা

ভিতরে এবং ভিতরে যেন প্রস্তুত
বাহিরে দূরে নীরবে হেঁটে যাচ্ছি।

একবার শর্তহীন

শুনেছি তো দেখা দাও
নিজেও বলেছ বার বার
কিন্তু বড়ো শর্তাধীন।
যদি কেউ নিতান্ত কাঙাল
শক্তি ও সামর্থহীন কখনো প্রার্থনা করে
পূরণ করো না?
তুমি তো নিয়মাতীত পরম দয়াল
একবার শর্তহীন একবার
সামনে দাঁড়াবে না?

একটি দরজা

যখন সর্বস্ব তুমি জেনে গেছ তবে কেন তন্ময়তা ভেঙে
তোমার আরক্ত জবা কেড়ে নেয় আমার সকাল
আমার ছুটির বেলা প'ড়ে এলে বুকের ভিতরে কাপে ডানা
জেগে থাকা রাত্রি ছিঁড়ে বেজে ওঠে বুকের বেহালা
এই ধ্যান? আমি ধৈর্যের তপস্যাক্রান্ত অশান্ত অস্থির
জীবনের ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ি স্বপ্নে অভিলাষে বুকে ভয়
অবিরল দুঃখ নীল আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশ
পৃথিবীর চালচিত্র সহিষ্ণু ও অসহিষ্ণু মানুষের ভিড়
নির্জনে ও জনারণ্যে প্রবাহিত নষ্ট মৃত নদী
এই ধ্যান? ভেঙে যায় স্বপ্নের মতন বড় ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্যে কেমন
সম্পর্ক ও সংস্কার, কিছুই থাকে না যেন নিরভিমানের
একটি অন্ধকার দরজা বন্ধ শুধু চিরকাল গভীর গহনে।

গল্প

বেদনা হলো না সোনা, পুড়ে পুড়ে রক্তমুখী মাটি
রুক্ষ রূঢ় নিরুদ্ভিদ, দুঃখে ও দহনে দিলে না যে
দারিদ্রে কি হলো আর, মিথ্যে ঝরে গেল ঢের বেলা
কিছুই দিলো না কেউ শুধু শতচ্ছিন্ন স্বপ্ন
বুকের আরক্ত জলে ভাসে।
আমার আকাঙ্ক্ষা ঘিরে ঘন যামিনীতে শুধু তার
ভীরু ভালোবাসা ছিল আলোতে ছায়াতে চারপাশে
নিষ্করুণ কারুকার্যে ভরেছে যে অন্ধকার আমার প্রহর
ফুটছে চম্পক ঘন বেদনায় এক একটি নিবিড় নীল শ্লোকে।
বেদনা হলো না সোনা, সব দুঃখ করে না মহান
কাউকে যন্ত্রণা শুধু দগ্ধ করে দীর্ঘ অন্ধকারে
সব কণ্ঠে সফলতা মালা হয়ে দোলে না তা জানি
এক একটি কাহিনীহীন অন্ধরেখা কারো গল্প আঁকে।

তুমি বললে

আর আমি তোমাকে কেন কবিতায় প্রতিষ্ঠা করি না
এই ক্ষোভ?
আর আমি গড়ি না কেন যন্ত্রণায় তোমার প্রতিমা
অভিমান?
তোমার স্নানের জন্যে নক্ষত্রকে অশ্রুপাত কেন করাচ্ছি না
এই ব্যথা?
তোমার পা ধুয়ে দিতে সমুদ্রকে আদেশ করি না
এই ভুল?
চোখের জলের মত তোমার কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছি না
এই ভয়?
এই ক্ষোভ অভিমান ব্যথা ভুল ভয়?
তুমি জানো
আমি সম্রাটত্ব কতদিন হলো বিসর্জন দিয়েছি দু'হাতে
তুমি জানো
আমি শিরস্ত্রাণ খুলে রেখেছি তোমার পদতলে
যোগ্যতম ভূমি
সমুদ্র নক্ষত্র নদী শব্দমালা এখন আমার
কথা শুনবে না
তুমি বললে বৃষ্টি হবে গ'লে পড়বে সমস্ত আকাশ
তুমি বললে পদ্মগুলি ফুটে উঠবে ছটফটিয়ে শিশুর মতন
তুমি বললে অভিমান গুনগুনিয়ে উঠবে যেন ভ্রমরের ডানা
দিগন্তে বিস্তৃত হবে রূপকথার হারিয়ে যেতে মানা নেই মাঠ
একমাত্র তুমি শুধু তুমি বললে না বললেও ভ্রূভঙ্গে তোমার
আব্রহ্ম স্তম্ভিত করে বেজে উঠবে
আমার কবিতা।

আঘাত

হয়ত দু'হাতে স্ফীত শিরা
হয়ত চোখের কোলে কালি
কালচে রেখা জেগেছে ফুসফুসে
তার জন্যে দিচ্ছ করতালি!
আমাকে ব্যর্থতা দেখিও না
এ আমার তীব্র অভিমান
আঘাতে আঘাতে এ জীবন
বাজাতে করেছি খান খান।

যখন হাওয়া

এই তো সময় যখন হাওয়া বইছে বেগে
মেঘলা বেলা রোদটুকু সব শুষে নিচ্ছে
এই তো সময়, যার যা আছে
অসুখ সুখ পকেট হাতড়ে যা পাওয়া যায়
এই তো সময়
জটিল চিত্র নষ্ট শব্দ অদ্ভুতুড়ে
হরেক রকম যার যা আসে
এই তো সময় যখন হাওয়া বইছে বেগে

জ্বলন্ত বিন্দুতে

কী কী লেখা ছিল গ্রন্থে মানুষের ললাটলিপিতে
কিছু পেলে?
প্রসারিত করতলে কালের জরীপ রেখাহীন
ভুরুর মধ্যস্থ স্থির জ্বলন্ত বিন্দুতে ভূমণ্ডলে
মানচিত্র জ্ব'লে যায়
জ্বলন্ত বাগ্ বিভূতি তোমার।
মাঘের চিতার তাপ মাংস খায় অস্থি খায় ঘিলু
মাঘের চিতার তাপ শীতের নির্মম হাত থেকে
রক্ষা করে অস্থি মাংস ঘিলুর শরীর
তুমি কোথায় দাঁড়াবে
একা একা?
সব গ্রন্থ পাঠ হলে ললাটলিপির যত অর্থহীন
চরিত্রের পাতা
পাপ পুণ্য ধর্মাধর্ম বিবেক পৌরুষ
কুণ্ডের জলের স্রোতে ভেসে যায়
পাষাণ মন্দিরশীর্ষ ভ্রূকুটি কুটিল রৌদ্রে জাগে
ভুরুর মধ্যস্থ স্থির জ্বলন্ত বিন্দুতে ভূমণ্ডলে
মানচিত্র জ্ব'লে যায় ঝ'রে যায় অরণ্যের পাতা।

অবাক করো না

ছুঁতে না ছুঁতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে সূর্যমুখী
তাকাতে না তাকাতে নিভে যায় জ্যোৎস্না ওঠে ঘন মেঘ
পা দিতে না দিতে নদী বেঁকে যায় ঘাড় বেঁকিয়ে
সাপিনীর মত
ডাকতে না ডাকতেই ছুটে আসে মৃত্যু কুয়াশায় মুহূর্তে তখুনি
আমাকে অবাক করে দিয়ে কোনো লাভ আছে এভাবে?
আমি কি কোনোদিন
বলেছি কাউকে, আচ্ছা দেখে নেব তোমার ক্ষমতা?
আমি কিছু কি চেয়েছি?
একা নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহীন
হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যাচ্ছি, চ'লে যাব, আমার আবার
চাকরি বাকরি, সোনার সংসার!
বেশ আছি, লোভ দেখিয়ে এভাবে আমাকে
অবাক করো না।

রাজ্য ভ্রমণের পরে

যত ছদ্মবেশে থাকো দেখি চিনে নিতে পারি কি না
দেখি খুলে ফেল কিনা সমস্ত নির্মোক
একবার দাঁড়াও কিনা আমার প্রার্থিত রূপে
তৃষিত এ চক্ষের সম্মুখে
অপসৃত করো কিনা বৃত হিরণ্ময় পাত্রখানি

স্বরাজ্য ভ্রমণ ভালো ছদ্মবেশে, সে তোমার খুশি
সবই তো খেয়াল, থাকো সে খেয়াল নিয়ে
তারপর
চলে গেলে যদি কানাকানি ওঠে
ওরে তিনি কতদিন এ পথে যে হেঁটেই গেছেন
দিশ্বিদিকহীন মাঠে একদিন তিনিই আমাকে
আত্মীয় বাড়ির পথ দেখিয়েছিলেন
যদি কেউ
তারপর কেঁদে ফেরে সারারাত
জেগে উঠে সহসা জীবনে
তখনো কি নিজের খেয়ালে
চুপ ক'রে বসে থাকবে তুমি
দেয়ালে নিরুত্তপট ছবির ভিতরে
হে রাজাধিরাজ!

দয়া করলে

তুমি দয়া করলে আমি পারি
নাহলে কিছু না।
কেউ পারে?
সব রূপকথার গল্প কণ্টকিত অন্ধকারে
মুড়িয়ে খেয়েছে নটেগাছ
অসাবধানী কালের রাখাল!
তবু আমি পারি
তুমি দয়া করলে আমি পারি
ভ্রূভঙ্গে কলকাতা কেন পৃথিবী নাচাতে।

তুমি আছো তাই

অনাদি পুরুষ নিত্য নিরঞ্জন মূর্ত হলে মর্তে নেমে এসে
প্রতীয়মানের ঊর্ধ্বে সঙ্গোপনে এলে চ'লে গেলে
দুঃখ জাগানিয়া ওগো ঘুম ভাঙানিয়া,
যত ছদ্মবেশে থাকো যত দীন বেশে
যত সঙ্গোপনে আসো—লুকোও নিজেকে যে ভাবেই
কিন্তু কৃপা?
কী করে তা সংবরণ করে নেবে
সে অজস্র আলোর বর্ষণ?
যে পায় সে ধন্য আহা চকিতে যে গূঢ় অনুভবে
পেয়েছে অমৃত স্পর্শ
ভেসে গেছে তার দুঃখ সুখ
আনন্দ বেদনা জ্বালা বিষাদ আকাঙ্ক্ষা জন্ম জন্মান্তর কাল।
যাকে দাও কণা মাত্র পলকে কখনো
সেকি জর্জরিত এই পৃথিবীতে
না কেঁদে ঘুমোতে পারে
না ভালোবেসে পায় পরিত্রাণ
যুগে যুগান্তরে মূর্ত বিগ্রহ হয়েছ
কাকে অনুকম্পা করে
কার কান্না কার আর্তি এ মর ধুলোর সিংহাসনে
এনে বসিয়েছে বলো
কাকে তুমি ফাঁকি দেবে কাকে ফাঁকি দিয়ে যাবে চলে
হৃদয়ে হৃদয়ে পাতা তোমার আসন
তুমি আছ তাই দিন রাত্রি ধুলো তৃণ ও নক্ষত্রলোক
আবিশ্ব সংসার।

যে কোনো পথিককে, মান্দারবনীতে

বাংলার যে কোনো গ্রাম দেখা থাকলে চেনা থাকলে দেখো
এও তেমনি, আলতালাল পথের দু'পাশে শ্যাম শাল
পাতায় রোদ্দুর কাঁপছে জ্যোৎস্নায় বিস্তৃত মায়াজাল
কি যেন প্রচ্ছন্ন সুখে মুগ্ধ কোনো পথিক দাঁড়িয়ে যদি থাকো
শীতের সুন্দর বেলা বয়ে যাবে বসন্তের অমনস্ক ধ্যানে।
ছোট ছোট বাড়ীগুলি দীর্ঘ তরু অনিমেষ নক্ষত্রের বন
বুকের আরক্ত রাত্রে কেড়ে নেবে অতিদূর অন্ধকার মন
বিস্মৃত স্মৃতির প্রান্তে মনে হবে কখনো কি এসেছি এখানে!
এই যে নির্জন পথ মৌন শালবন স্বচ্ছ সরোবর পাখি
সুখী দুঃখী গেরস্থালী নিকানো উঠোন শান্ত তুলসী তলার ভীরু দীপ
সোনার ধানের মাঠে সন্ধ্যার কপালে ম্লান তারাটির টিপ
যুগ যন্ত্রণার ভ্রষ্ট নষ্ট হাওয়া আলো অন্ধকার মাখামাখি
বাংলার যে কোনো ম্লান দ্যুতিময় গ্রামের মতন
রক্ত প্রান্তরের এই জনপদ এ অরণ্য অনন্ত জীবন ঘরবাড়ী
তবু কি প্রচ্ছন্ন দীর্ঘ মায়াজাল, পথিক, করো না তাড়াতাড়ি
এখানে অনন্ত শান্ত অসীম সসীম তিনি এসেছেন অলক্ষ্যে কখন!

মুহূর্ত

মাঝে মাঝে আসে চলে যায়
অত্যন্ত সহসা, যেন বিদ্যুৎ রেখায়
সমস্ত আকাশ দীর্ণ করে।
সে মুহূর্তে বুকে ধূপ দুর্বা ও চন্দন
হোমাগ্নি শিখার মত হৃদয় স্পন্দন
সে মুহূর্ত ব্যাপ্ত হয় দীর্ঘ চরাচরে।